ক্রমিক নম্বর : ০০১৯৩৬২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিবন্ধন নম্বর ঢা-08560

**সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়**

সমাজসেবা অধিদফতর,ঢাকা

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়,....ঢাকা

# নিবন্ধন সনদপত্র

১৯৬১ সালের স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিষ্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ ) অধ্যাদেশ ( নম্বর ৪৬ ) এর ৪(৩) ধারার অধীনে------------ ----------------------------------------------------------গ্রাম/মহল্লা--------------------------------------------------

ডাকঘর---------------------------থানা-------------------------------জেলা-----ঢাকা-----------------------, বাংলাদেশকে---------------

সালের----------------মাসের---------------------তারিখে উপরে বর্ণিত আইনের শর্তাদি পূরণ করায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিজ স্বাক্ষরে ও সরকারী সীলমোহরে নিবন্ধন করা হলো। নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানটি----------ঢাকা----------জেলায়/~~সমগ্র বাংলাদেশে~~ এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে এবং এর প্রমান স্বরূপ এ সনদপত্র প্রদান করা হলো।

নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন নম্বরঃ---ঢা-08560---

স্থানঃ ঢাকা

তারিখঃ ১১/৫/২০০৬

অফিসের

গোল সীল

**নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ**

সমাজসেবা অধিদফতর,ঢাকা

জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়,-ঢাকা

# নিবন্ধন সংক্রান্ত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

১। নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-সকম/প্রতিষ্ঠান/বিবিধ-৮/৯৯ (অংশ-১)-৯৬, তারিখ ০১-৪-৯৯ মোতাবেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ হলেন ঃ

(ক) মহাপরিচালক/পরিচালক (কার্যক্রম)—সমগ্র বাংলাদেশ/একাধিক জেলার জন্য।

(খ) জেলায় নিয়োজিত সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক শুধুমাত্র তাঁর দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সীমানার মধ্যে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করতে পারবেন। কোন ক্রমেই নিজ জেলা সীমানার বাইরে কোন অঞ্চল বা অন্য কোন জেলায় কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রদান করতে পারবেনই না। একাধিক জেলার/সমগ্র বাংলাদেশের জন্য নিবন্ধন গ্রহণে আগ্রহী সংস্থাকে ঢাকার আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদফতর মহাপরিচালক/পরিচালক (কার্যক্রম) এর নিকট নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদানপূর্বক আবেদন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট জেলার সীমানার মধ্যে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের জন্য ঐ জেলার সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের নিকট যথা নিয়মে আবেদন করতে হবে।

২। **১৯৬১ সালের স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান (রেজিঃ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ এর ৭নং ধারানুযায়ী প্রতিটি নিবন্ধনকৃত সংস্থা কর্তৃক অবশ্য পালনীয় শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ**

(ক) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিটি নিবন্ধনকৃত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর পরীক্ষিত হিসাব অবশ্যই সংরক্ষণ করবে। নিবন্ধনকৃত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানগুলো এ সংক্রান্ত তথ্যাদি/ছক নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অবশ্যই সংগ্রহ করবে।

(খ) নিবন্ধনকৃত প্রতিটি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতি জানুয়ারী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরীক্ষিত হিসাব অবশ্যই দাখিল করবেন এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঐগুলি প্রকাশ করবে।

(গ) নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যাংক বা ব্যাংক সমূহে এর নামে পৃথক হিসাবে জমা রাখবে।

(ঘ) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানের হিসাব বা অন্যান্য যে কোন কাগজপত্র তলব করতে পারবেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠান চাহিদা মোতাবেক হিসাব ও কাগজপত্র দাখিল করতে বাধ্য থাকবে।

(ঙ) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার প্রতিষ্ঠানের হিসাবের খাতা, অন্যান্য নথিপত্র বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রক্ষিত ঋণপত্র, নগদ অর্থসহ, অন্যান্য সম্পত্তি এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত দলিল পত্রাদি পরিদর্শন করতে পারবেন।

৩। **পরিচালনা পর্ষদ সাময়িকভাবে বাতিল/ভেঙ্গে দেয়া প্রসঙ্গে ঃ**

উপরে বর্ণিত অধ্যাদেশের ৯নং ধারা মোতাবেক নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কোন নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ সাময়িকভাবে বাতিল বা ভেঙ্গে দিতে পারবেন (প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংক্রান্ত ব্যাপারে অনিয়ম হলে এর কার্যপরিচালনায় অব্যবস্থা দেখা দিলে অধ্যাদেশের বা তদানুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী পালন না করলে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ ভেঙ্গে দিতে পারবেন)।

৪। **নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেয়া প্রসঙ্গে ঃ**

(ক) যদি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে, কোন নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান এর গঠনতন্ত্রের বরখেলাপ বা আলোচ্য অধ্যাদেশের বা তদানুযায়ী প্রণীত কোন বিধি-বিধানের পরিপন্থী, বা জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোন প্রকার কাজে লিপ্ত, তবে ঐ কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য শুনানীর জন্য যেরূপ সুযোগ উপযুক্ত মনে করেন, ঐ প্রতিষ্ঠানকে তদ্রুপ সুযোগ প্রদানপূর্বক সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। সরকার প্রতিবেদন বিবেচনা করার পর ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন ও যথার্থ বলে সন্তুষ্ট হলে, আদেশ দিতে পারেন। আদেশের নির্ধারিত তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে যাবে।

(খ) কোন নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান উহার পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন না। স্বেচ্ছায় এরূপ প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে হলে সদস্যদের ন্যূনতম তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য প্রতিষ্ঠানটি ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করবেন। সরকার সন্তুষ্ট হলে নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে পারবে।

৫। **শাস্তি ও পদ্ধতি ঃ**

আলোচ্য অধ্যাদেশের ১৪নং ধারা মোতাবেক যদি কোন প্রতিষ্ঠান আলোচ্য অধ্যাদেশ বা উহার আওতায় প্রণীত কোন নিয়ম বা আদেশের বরখেলাপ করে অথবা নিবন্ধনের জন্য দরখাস্তে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত বা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত কোন প্রতিবেদন বা বিবরণীতে কোন মিথ্যা তথ্য বা মিথ্যা বর্ণনা দেয় তবে আবেদনকারী/আবেদনকারীদের ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ২,০০০/- টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হতে পারে-ইত্যাদি, ইত্যাদি।

৬। এ সনদপত্র হারিয়ে/পুড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় ডায়রী করতে হবে এবং উপযুক্ত ফিস্ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন পূর্বক ডুপ্লিকেট কপির জন্য নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদফতর বরাবরে দরখাস্ত করতে হবে। ডুপ্লিকেট কপি শুধুমাত্র মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর ইস্যু করবেন। অন্য কোন কর্মকর্তা তা ইস্যু করতে পারবেন না।